অসন্তুষ্টির প্রতিকার

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অসন্তুষ্টির প্রতিকার

আত্তারের দোয়া: হে রাব্বে মোস্তফা! যে ব্যক্তি এই **"অসন্তুষ্টির প্রতিকার"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও বেদনা থেকে রক্ষা করো এবং উভয় জাহানে আনন্দ নসিব কর।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহ করে (অর্থাৎ করমর্দন করে) এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের সমঝোতার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সাহাবীয়ে নবী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি জানতে পারলাম যে, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে, তাই আমি রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরয করলাম: মানুষ আপনাদের উভয়কে তাদের নেতা মনে করে। আপনি আপনার ভাই হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে সমঝোতা করে নিন, কারণ আপনি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। তখন হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যদি আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এ বাণী না শুনতাম যে, 'সমঝোতায় অগ্রগামী ব্যক্তি জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবে।' (আয যুহদ, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮২৬) তবে আমি অবশ্যই তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম, কিন্তু আমি আমি তাঁর পূর্বে জান্নাতে যাওয়াটা পছন্দ করিনা। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললাম, তখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: صدق اخي অর্থাৎ “আমার ভাই সত্য বলেছে”, তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে সমজোতা করে নিলেন। (যাখাইরুল উকবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সদকা হাসান হোসাইন কা ইয়া রাব্বে মোস্তফা

করদে মুয়াফ হার খাতা ইয়া রাব্বে মুস্তফা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হওয়ার উপায়

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জিত হয় যে, যদি কারো মনোমালিন্য হয়েও যায় তবে আমাদের উচিত হৃদয়কে শক্তিশালী করে সমঝোতার জন্য অগ্রগামী হওয়া। আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার পরস্পর অসন্তুষ্ট দুই ভাইয়ের মাঝে সমঝোতা করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে সমঝোতা করায় অগ্রগামী হবে সে জান্নাতের দিকেও অগ্রগামী হবে।" (হায়াতে আলা হযরত, ১/৩৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তান পরস্পরের মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অভিশপ্ত শয়তান মুসলমানদের মাঝে মনোমালিন্য করিয়ে দেয়, ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেয় এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং তাদেরকে সমঝোতার প্রতি উৎসাহিত হতে দেয়না। বরং এমনও হয় যে, যদি কোন নেককার মানুষ হস্তক্ষেপ করে তাদের মাঝে সমঝোতা করিয়েও দেয় তবুও তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে উস্কানি দেয়। শয়তানের আক্রমণ থেকে সতর্ক করতে গিয়ে ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাইলের ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়।

সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ فِى الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে।

সবাই সমঝোতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে জীবন যাপন করুন

যে বাড়িতে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য থাকে, মা-মেয়ে, বাবা-ছেলে, ভাই-বোন, বৌ শাশুড়ি, ননদ ভাবী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য থাকে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া থাকে, বন্ধুদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে, পরিবার-পরিজন একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে, বাজারে যে দোকানদারেরা একে অপরকে ছোট করতে লিপ্ত হয়েছি, সেইসব মুসলমানদের উচিত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সমঝোতা করে মিলেমিশে শয়তানের ধ্বংসযজ্ঞতাকে ব্যর্থ করা। নিঃসন্দেহে পরস্পরের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক ক্ষতি রয়েছে। যে আশিকানে রাসূল শেষ পর্যন্ত এই পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে সে পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য থেকে বিরত থাকবে এবং ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে কাজ আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

ক্রোধই দাঙ্গা হাঙ্গামার মূল

কথায় কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে রাগান্বিত ব্যক্তি প্রায়ই দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, রাগান্বিত ব্যক্তিদের সচেতন হওয়া উচিত যে, নফসের কারণে সৃষ্ট রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে যেন আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

অবাধ্যতামূলক কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে পতিত না হয়ে যায়।

রাগের সংজ্ঞা

গযব অর্থাৎ রাগের অর্থ হলো: شَوَرَانُ دَمِ الْقَلْبِ إِرَادَةَ الْإِنْتِقَامِ অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছায় হৃদয়ের রক্ত উত্তপ্ত হওয়া। (আল-মুফরাদাত, ৬০৮ পৃষ্ঠা) হযরত আলহাজ্ব মুফতি আহমাদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “ক্রোধ হল নফসের সেই আবেগের নাম, যা অন্যের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা তাকে প্রতিহত করার উদ্দীপনা প্রদান করে।” (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬৫৫)

জাহান্নামের নির্দিষ্ট দরজা

আল্লাহর প্রিয় ও শেষ নবী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামের একটি দরজা রয়েছে, যা দিয়ে কেবল তারাই প্রবেশ করবে, যাদের রাগ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার পরেই শীতল হয়।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস ৮৩৩১)

সুন লো! নোকসান হি হোতা হে বিল আখির উন কো
নফসকে ওয়াস্তে “গুসসা” জু কিয়া করতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মালেক বিন দিনারের রাগ সংবরণের বরকত

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি বাড়ি ভাড়ায় নিলেন। এই বাড়ির পাশেই ছিল একজন ইহুদিদের বাড়ি। ইহুদি বিদ্বেষের ভিত্তিতে ড্রেন দিয়ে নোংরা পানি তার বাড়িতে ফেলতো। কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন।

অবশেষে একদিন সে নিজেই এসে বললো: জনাব! আমার ড্রেন থেকে আসা ময়লার কারণে আপনার কোন অভিযোগ নেই? তিনি খুব মৃদুভাবে বললেন: "ড্রেন থেকে যে ময়লা পড়ে আমি তো ঝাড়ু দিয়ে ধুয়ে ফেলে দেই। সে জিজ্ঞেস করল: আপনি এত কষ্ট করা সত্ত্বেও আপনার রাগ আসে না? তিনি বললেন: রাগ তো আসে, কিন্তু আমি তা সংবরণ করে ফেলি, কারণ পবিত্র কুরআনের চতুর্থ পারা সূরা ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

উত্তর শুনে সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা)

নিগাহে ওলী মে ওহ তাসীর দেখী
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্রোধের মাধ্যমে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! নম্রতার কত বরকত রয়েছে! নম্রতার প্রতি প্রভাবিত হয় সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল। ক্রোধের অন্যতম কুফল হলো, তা থেকে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, যা কখনও কখনও হত্যা এবং লুটপাটের দিকে নিয়ে যায়।

www.dawateislami.net

বিদ্বেষের সংজ্ঞা

اَلْحِقْدُ : أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ اسْتِثْقَالَ اَحَدٍ وَالنِّفَارَ عَنْهُ ، وَالْبُغْضَ لَهُ وَإِرَادَةَ الشَّرِ

অর্থাৎ "কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্তরে ঘৃণা, অসন্তুষ্টি, শত্রুতা ও ক্ষোভ রাখা এবং তার মন্দ কামনা করাকে বিদ্বেষ বলে।"

(আল হাদিকাতুন নাদিয়াহ, ৩/৭৮)

বিদ্বেষ ও শত্রুতার ধ্বংসাবশেষ পড়ুন এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁপুন:

ক্ষমার পথে বাঁধা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের আমল প্রতি সপ্তাহে দু'বার উপস্থাপন করা হয়, অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার, অতঃপর বিদ্বেষ পোষণকারী দুই ভাই ব্যতীত প্রত্যেক মুমিনকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় এই দুজনকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা সমঝোতা করে নেয়। (মুসলিম, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৬৫)

বিদ্বেষ পোষণকারীর পরিণতি

সাহাবীয়ে নবী হযরত মুআয বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শাবানের পনেরোতম রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকান এবং সবাইকে ক্ষমা করেন, কিন্তু মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৬১, হাদীস ১৩৯০)

শরয়ী কারণ ব্যতীত সম্পর্ক ছিন্ন করা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, শরীয়তের হুকুম ব্যতীত শুধু ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টির কারণে মুসলমানদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক

www.dawateislami.net

ছিন্ন করা হারাম, গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। সুতরাং ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানের সাথে শরয়ী কারণ ব্যতীত ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত তিন দিনের অধিক কথাবার্তা ও সালাম কালাম বর্জন করাও হারাম।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৫২৬)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে, যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সম্পন্ন ছিন্ন রাখলো এবং মরে গেল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, ৪/৩৬৪, হাদীস ৪৯১৪)

তিন প্রকারের মানুষ

সাহাবী ইবনে সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ধরনের লোকের নামায তাদের মাথা থেকে এক বিঘত উপরেও উঠে না (১) জাতির সেই ইমাম, যাকে মানুষ অপছন্দ করে (২) যে মহিলা এমন অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে যে, তার স্বামী অসন্তুষ্ট (৩) এমন দুই ভাই যারা (শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত) পরস্পর অসন্তুষ্ট থাকে।

(ইবনে মাজাহ, ১/৫১৬, হাদীস ৯৭১)

দোষত্রুটি গোপন করার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত পারস্পরিক অসন্তোষের কারণে সাধারণত উভয় পক্ষের (অর্থাৎ তাদের মধ্যে) লোকেদের মধ্যে কুধারণা, গীবত, চুগলী এবং অপবাদ ইত্যাদির

www.dawateislami.net

মতো জাহান্নামে নিক্ষেপকারী গুনাহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। পারস্পরিক অসন্তোষের কারণে একে অপরকে দোষারোপ করার গুনাহও সংঘটিত হয়, তাই কঠোর সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন মুসলমানের দোষ জানা থাকে তবে তা গোপন করা আবশ্যক। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, যেমনটি উকবা ইবনে আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে গোপন রাখলো, সে যেন জীবিত কবর দেওয়া মেয়েকে পুনরুজ্জীবিত করল।”

(মুজামে আওসাত, ৬/৯৭ হাদীস ৮১৩৩)

ত্রুটির বিশ্লেষণ

হযরত আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এ থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুলগুলো হলো: * এমন ত্রুটি যা কোন মুসলমানের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এই ব্যক্তি তা লুকিয়ে রাখতে চায়। কতিপয় ব্যাখ্যাকারক (অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যাকারী উলামা) বলেন যে, এর উদ্দেশ্যে হলো মুসলিম নরনারী সতর অর্থাৎ কাউকে উলঙ্গ দেখলে তাকে জামা পরিয়ে দেওয়া, হয়তো দুটোই উদ্দেশ্য। ☆ এভাবে যে, কারো দোষ দেখে নিজেই তাকে বলে দেওয়া যে, শুনো ভবিষ্যতে এমন কাজ করো না, তা না হলে তোমার জন্য ভালো হবে না এবং লোকদের কাছ থেকে (তার ত্রুটি) লুকিয়ে রাখবে, যাতে প্রচারণাও হয় এবং মুসলমানের পর্দাও থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি গোপনে (কাউকে) হত্যা বা (কাউকে) ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে তবে অবশ্যই তাকে (অর্থাৎ যাকে সে ক্ষতি করতে চায়) অবগত করবে, যাতে সে ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে বা যদি সে ব্যক্তি নিয়মিত অপরাধী হয় তবে তার ঘোষণা করবে।

www.dawateislami.net

অতএব এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, চোর, হত্যাকারীর অপরাধ গোপন করা, প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী খুবই ব্যাপক হয়। ☆ অর্থাৎ এই দোষত্রূটি গোপন রাখার সাওয়াব এমন যেন কোন দাফনকৃত শিশুকে কবর থেকে বের করে তার প্রাণ বাঁচিয়ে নেওয়া। কারণ মুসলমানের সম্মান তার জীবনের মতোই মূল্যবান। যাইহোক মুসলমানের চলে যাওয়া সম্মান রক্ষা করা একটি মহান সাওয়াব, তবে সেই বিধি-নিষেধগুলি মনে রাখবে, যা আমরা আরয করেছি। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৭০)

মুসলমানের কেমন হওয়া উচিত?

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, তাকে অত্যাচার করবে না এবং তাকে অসহায় ছেড়ে দিবে না।" আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করেন, আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রূটি ঢেকে রাখবে (অর্থাৎ দোষ-ত্রূটি গোপন করবে), আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রূটি ঢেকে রাখবেন। (মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৮০)

দোষত্রূটি গোপন করো, জান্নাতে প্রবেশ করো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষত্রুটি দেখে তা ঢেকে রাখে (অর্থাৎ তা গোপন করে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (মুসনাদে আবদ বিন হামিদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮৫)

যখন ঝগড়া লেগে যায়

পারস্পরিক অসন্তোষের কারণে কখনও কখনও একে অপরের প্রচুর গীবত করে। গীবত করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যখন অন্তরে অসন্তুষ্টির প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে যায়, তখন কখনও কখনও গীবত ও অপবাদের বন্যা বয়ে যায় এবং যারা গীবতকারী ও শ্রোতা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী শুনুন এবং খোদাভীতিতে প্রকম্পিত হোন:

(১) গীবতের শাস্তি

মেরাজের রাতে আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যারা তাদের মুখ ও বুককে তামার নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে জিব্রাইল! এই মানুষগুলো কারা? তিনি বললেন: তারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো। (অর্থাৎ তাদের গীবত করতো) এবং তাদের সম্মানহানি করতো। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৩, হাদীস ৪৮৭৮)

গীবতের সংজ্ঞা

কোন (জীবিত বা মৃত) ব্যক্তির গোপন (অর্থাৎ লুকানো) দোষত্রুটি (যা সে অন্যদের সামনে প্রকাশ করা অপছন্দ করে) তার মন্দ সাধনের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৩২)

www.dawateislami.net

(২) অপবাদের শাস্তি

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অপবাদ দেয় (অর্থাৎ এমন কথা বলে যা তার মধ্যে নেই) আল্লাহ পাক তাকে রাদগাতুল খাবালের মধ্যে রাখবেন, যতক্ষণ না সে যা বলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসে। (আবু দাউদ, ৩/৪৩৭, হাদীস ৩৫৯৭) (রাদগাতুল খাবাল জাহান্নামের একটি জায়গা যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত এবং পুঁজ জমা হবে)

উল্লেখিত হাদীসের এই অংশটির "যতক্ষণ না সে যা বলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসে" অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ হলো; সে সেই গুনাহ থেকে তাওবার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। অথবা তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার পর তাকে (অপবাদের গুনাহ থেকে) পবিত্র করা হবে। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩/২৯০)

বদ দোয়া দেওয়া প্রতিশোধই

মনে রাখবেন! অন্যায়কারীর জন্য বদ দোয়া করা প্রতিশোধ নেওয়ারই। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জালিমের জন্য বদ দোয়া করলো সে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলো।

(তিরমিযী, ৫/৩২৪, হাদীস ৩৫৬৩)

ঝগড়া বিবাদ থেকে বাঁচার ফযিলত

নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ঝগড়া করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত, এমনকি কেউ যদি মনে কষ্ট দেয় তবুও বাক-বিতণ্ডায় না জড়িয়ে ক্ষমা ও মার্জনার সাথে ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। আমি তার জন্য

www.dawateislami.net

জান্নাতের (অভ্যন্তরীণ) কোণে একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।”

(আবু দাউদ, ৪/৩৩২, হাদীস ৪৮০০)

মুসলমান কাকে বলে?

মুসলমানরা একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ কেন করবে! তারা তো একে অপরের রক্ষক, যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (একজন পূর্ণাঙ্গ) মুসলমান সেই, যার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কষ্ট পায় না এবং (একজন পরিপূর্ণ) হিজরতকারী সেই, যে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ অভ্যস্ত সমূহ পরিত্যাগ করে। (বুখারী, ১/১৫, হাদীস ১০) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “একজন পূর্ণাঙ্গ (অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মুসলমান) সেই ব্যক্তি, যে আভিধানিক ও শরীয়ত অনুযায়ী প্রত্যেক দিক দিয়ে মুসলমান। সে ব্যক্তিই মুমিন, যে কোনো মুসলমানের গীবত করে না, গালাগালি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, চুগলী ইত্যাদি করেনা, কাউকে মারধর করেনা বা তার বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করে না। তিনি আরো বলেন: পূর্ণাঙ্গ মুহাজীর সেই, যে স্বদেশ ত্যাগের পাশাপাশি গুনাহও ত্যাগ করে, অথবা গুনাহ ত্যাগ করাও আভিধানিক ভাষায় হিজরত বলা হয় যা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়িয নয় যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ রাঙিয়ে এমনভাবে ইশারা করবে, যা দ্বারা সে কষ্ট পায়। (আয যুহুদ লিইবনে মুবারক, ২৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৮৯)

অন্যত্রে ইরশাদ করেন: একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা জায়িয নয়। (আবু দাউদ, ৪/৩৯১, হাদীস ৫০০৪)

www.dawateislami.net

মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে মানবাধিকারের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু আহ! আজকাল বিবেকহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সাধারণরা তো সাধারণই, কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরও এ বিষয়ে উদাসীন দেখা যায়। রাগের অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ ব্যাপক হয়েছে, রাগের কারণে প্রায়ই বিশেষ লোকেরা সাধারণ মানুষের অন্তরে আঘাত দিয়ে বসে এবং এই গুনাহের দিকে তাদের মোটেও মনোযোগ থাকে না। নিঃসন্দেহে শরয়ী কারণ ব্যতীত কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ أذى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ الذَانِي فَقَد ادى الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি (কোন শরয়ী কারণ ব্যতীত) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল।

(মুজামু আওসাত, ২/৩৮৭, হাদীস ৩৬০৭)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়া অনেক কাফেরদের অত্যন্ত জঘন্য রীতিনীতি।

আল্লাহ পাক ২২ তম পারা সূরা আহযাবের ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তার রাসূলকে তাদের উপর আল্লাহ এর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

www.dawateislami.net

মন্দ আলোচনা করা শাস্তির কারণ

বিশেষ করে মুবাল্লিগ এবং সুন্নী আলিমের কোনো দোষ-ত্রুটি কারো নিকট প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে তা প্রচার করা নেকীর দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এবং আহলে সুন্নাত হতে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী যে কঠিন ভুল সংঘটিত হয়ে যায়, তা গোপন রাখা ওয়াজিব, কারণ আল্লাহর পানাহ এর ফলে মানুষ তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। তাঁদের বয়ান ও লেখনী থেকে ইসলাম ও সুন্নাতের যে উপকার হতো তাতে ব্যাঘাত ঘটবে, এর প্রচার করা (অর্থাৎ মন্দ আলোচনা করা), আর মন্দ আলোচনা করা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক যারা চায় যে মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার হোক তাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে।

বিশেষ করে যখন আল্লাহর বান্দারা কোন অজুহাত ছাড়াই সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَّمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَه” যে তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে লজ্জিত করলো, সে মৃত্যুর পূর্বে সেই গুনাহে লিপ্ত হবে।

(তিরমিযী, ৪/২২৬, হাদীস ২৫১৩)

www.dawateislami.net

কিছু লোক খুব ঝগড়াটে প্রকৃতির হয়, অযথাই সমালোচনা করে, ভেতরের জিনিস বের করে ফেলে, কথায় কথায় দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের জন্য কষ্টের কারণ হয়। এমন লোকদের ভয় করা উচিত, কারণ ৩০ তম পারা সূরা বুরুজের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে অতঃপর তাওবা করেনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি (অবধারিত)।

ফেতনা জাগ্রতকারীর উপর অভিশাপ

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ফিতনা ঘুমিয়ে আছে, যে তাকে জাগ্রত করবে, তার উপর আল্লাহ পাকের অভিশাপ।”

(জামেয়ে সগীর, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৯৭০। তারীখে কাযভীন লির রাফেঈ, ১/২৯১)

শত্রুকে বন্ধু বানানোর কুরআনী পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মূলনীতিটি মনে রাখবেন যে, অপবিত্রতাকে অপবিত্রতা দিয়ে নয়, পানি দিয়ে পবিত্র করতে হয়। অতএব কেউ আপনার সাথে অসদাচরণ করলেও আপনি তার সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করার চেষ্টা করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এর উত্তম ফলাফল দেখে আপনার হৃদয় অবশ্যই শীতল হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহর শপথ! সেই লোকেরা খুবই সৌভাগ্যবান, যারা ইটের বদলে পাথর মারার পরিবর্তে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয় এবং মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার উৎসাহ পবিত্র কুরআনে রয়েছে:, যেমনটি ২৪তম পারা সূরা হামীম সাজদাহ এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَكَ وَ بَیۡنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ ﴿۳۴﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর তখনই ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিল এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সদাচরণের ফল

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাযায়িনুল ইরফান শরীফে মন্দকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: যেমন; রাগকে ধৈর্যের মাধ্যমে, অজ্ঞতাকে নম্রতার মাধ্যমে, দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করার মাধ্যমে, যদি কেউ তোমার সাথে অসদাচরণ করে, তাহলে ক্ষমা করে দাও। এই বৈশিষ্ট্যের ফলাফল এটা হবে যে, শত্রুরাও বন্ধুর মতো ভালোবাসবে। শানে নুযুল: কথিত আছে যে, উক্ত আয়াতটি আবু সুফিয়ানের পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, তার প্রচন্ড শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সাথে সদাচরণ করেছেন, তার কন্যা (হযরত উম্মে হাবীবা) কে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এর ফলাফল এটা হল যে, তিনি সাদিকুল মুহাব্বাত, অর্থাৎ প্রাণ উৎসর্গকারী (সাহাবী) সাহাবী হয়ে গেলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৮৪ পৃষ্ঠা। আত তাফসীরুল ওয়াসীতি লিল ওয়াহীদি, ১/৩৬)

www.dawateislami.net

মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার দুটি দৃষ্টান্ত

(১) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মক্কা বিজয় উপলক্ষে সেখানকার কুরাইশের সর্দারগণ এবং সাধারণ জনগণ কাবার হেরেমে সমবেত হয়েছিল, এরাই ছিল তারা, যারা একনাগাড়ে ২১ বছর যাবত প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণান্তকর শত্রু ছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অনেক নির্যাতন করেছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হিজরত করাতে বাধ্য করেছে। এরাই ছিল সেই নিষ্ঠুর মানুষ, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য মুমিনদের উপর আক্রমণ করেছে এবং অনেক যুদ্ধ করেছে এবং আজ এই লোকেরাই প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক থেকে নিজেদের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত শোনার জন্য মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই লোকদের সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: তোমাদের কী মনে হয়, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো! লোকেরা বলল: সদাচরণ করবেন। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام যা বলেছেন আমিও তাই বলব:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۹۲﴾

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললো আজ তোমাদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করা হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়ালু।

(সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, ৯/১৯৯, হাদীস ১৮২৭৫)

www.dawateislami.net

খার বিছানে ওয়ালো কো ভি ফুলো কা ইনআম দিয়া
আপ নে খুন কে পিয়াসু কো ভী রাহাত কা পায়গাম দিয়া

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) প্রহারকারীকে ক্ষমা করে দিলেন

কোটি কোটি মালেকীদের মহান নেতা এবং প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি মদীনা শরীফের গভর্নর জাফর বিন সুলাইমান ক্ষুব্ধ হলো এবং শাস্তি স্বরূপ হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বেত্রাঘাত করলো (যখনই তাকে চাবুক মারা হতো, তখন তিনি তার পবিত্র জিহ্বা দিয়ে দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْن অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। (তারতীবুল মাদারীক লিল কাযী আয়ায, ১/১২৫) এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। লোকেরা তাকে এই অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে এলো, জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তিনি বললেন: “হে লোকেলা! তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার প্রহারকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (আশ শিফা বিতা'রিফী হুকুকীল মোস্তফা, ২/৫১) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

সালাম উন পর বারায়ে নফস জু বাদলা না লেয়তে থে
সালাম উন পর জু দুশমন কো দোয়ায়ে খেয়র দেয়তে থে

ক্ষমা সংক্রান্ত মহান আল্লাহ পাকের বাণী

ক্ষমা ও মার্জনা সংক্রান্ত নবম পারা সূরা আরাফের ১৯৯ নং আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

www.dawateislami.net

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎ কর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

জান্নাত লাভের তিনটি উপায়

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন; রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার হিসাব অত্যন্ত সহজভাবে নিবেন এবং তাকে স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে তিনটি বিষয় কী? ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো (২) যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে প্রদান করো (৩) যে তোমার উপর অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মুজামু আওসাত, ১/২৬৩, হাদীস ৯০৯)

বীরত্ব

হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমদ মুকরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ বলেন: "নিজের শত্রুর সাথে সদাচরণ করা, অপছন্দনীয় ব্যক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং যে ব্যক্তি ভালো না লাগে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখা বীরত্ব।

(তাবাকাতুস সুফিয়া লিস সালামী, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক সমঝোতা করাবেন

আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার দু'জন উম্মত আল্লাহ পাকের দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে, তাদের একজন বলবে: হে আল্লাহ পাক!

www.dawateislami.net

তার থেকে আমার ন্যায়বিচার করে দিন, কারণ সে আমার প্রতি অত্যাচার করেছে। আল্লাহ পাক বাদীকে (অর্থাৎ দাবীকারীকে) ইরমাদ করবেন: এখন সে (অর্থাৎ যার উপর দাবী করা হয়েছে) কী করবে, তার তো কোন নেকী অবশিষ্ট নেই। মজলুম (বাদী) বলবে: আমার গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দাও। একথা বলার পর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ইরশাদ করলেন: সেই দিনটি হবে মহান একটি দিন, কেননা সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকেরই তার বোঝা হালকা করার প্রয়োজন হবে। আল্লাহ পাক মজলুমকে (অর্থাৎ বাদীকে) ইরশাদ করবেন: দেখ তোমার সামনে কী আছে? সে বলবে: হে প্রতিপালক! আমার সামনে সোনার শহর এবং মুক্তো দিয়ে সাজানো প্রাসাদ দেখছি, এগুলি কোন নবী বা ওলী বা শহীদের জন্য? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: এগুলো তার জন্য, যে এগুলোর মূল্য পরিশোধ করবে। লোকটি বলবে: কে এগুলোর মূল্য পরিশোধ করতে পারবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: তুমি পরিশোধ করতে পারো। সে বলবে: কিভাবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের হক ক্ষমা করে দাও। বান্দা বলবে: হে আল্লাহ পাক! আমি হক ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং একসাথে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহকে ভয় করো এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করো, কারণ আল্লাহ পাকও কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।

(আল মুস্তাদরাক, ৫/৭৯৫, হাদীস ৮৭৫৮)

হে আশিকানে রাসূল! উল্লেখিত হাদীস শরীফ মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা করানো আল্লাহ পাকের সুন্নাত হওয়ার এবং সমঝোতার প্রতি

www.dawateislami.net

উৎসাহিত করার ব্যাপারে সুন্নাতে নববীর সুভাস ছড়াচ্ছে। আল্লাহ পাক পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে ২৬ তম পারা সূরা হুজরাতের ১০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: মুসলমান মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।

সমঝোতা করানো সুন্নাত

পবিত্র কুরআনের বিধানের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সুন্নাতও আমাদেরকে সমঝোতা করানোর ব্যাপারে কার্যত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। সুতরাং হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানের ৯৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহনে করে কোথাও ভ্রমণ করছিলেন, পথিমধ্যে আনসারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, সেই স্থানে তার বাহন প্রস্রাব করে দিল, ফলে ইবনে উবাই নাক বন্ধ করে নিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহনের প্রস্রাব তোমার কস্তুরির চেয়েও বেশি সুগন্ধযুক্ত। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে চলে গেলেন। উভয়ের কথাবার্তা বাড়তে থাকে এবং উভয়ের বংশ একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং হাতাহাতির উপক্রম হয়ে যায়। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে এসে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করে দিলেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

www.dawateislami.net

وَاِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং যদি মুসলমানদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধ করে তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৯৪৯ পৃষ্ঠা। তাফসীরে কাশশাফ, ৪/৩৬৪)

অন্য জায়গায় সমঝোতার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে পঞ্চম পারা সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالصُّلۡحُ خَیۡرٌ ؕ وَاُحۡضِرَتِ الۡاَنۡفُسُ الشُّحَّ

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং আপোষ নিষ্পত্তি উত্তম এবং অন্তর সমূহ লোভ লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে।

সমঝোতা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন

বুখারী শরীফে রয়েছে; সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: কুবায় বনী উমর ও বনী আউফের লোকদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিলো, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কিছু সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করতে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন।

(বুখারী, ১/১১০, হাদীস ১২১৮)

ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সন্ধি করালেন

উল্লেখিত আয়াতের ওপর আমল এবং সমঝোতা করানোর সুন্নাতের রঙে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের মোবারক জীবনী রঙিন ছিলো। এই মহান মনিষীরা মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা ও শান্তির ফুল বন্টনের জন্য বড় ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যার সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে এভাবে ইরশাদ করেন: “আমার এই সন্তান সর্দার এবং আল্লাহ পাক তাঁর

www.dawateislami.net

মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা করাবেন। (বুখারী, ২/৫০৯, হাদীস ৩৬২৯) সুতরাং তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তার সম্মানিত পিতা মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের পর ৬ মাস কয়েক দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন এবং তারপর মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা করানোর জন্য খেলাফতের মতো মহান পদ থেকে নিজেই পদত্যাগ করেন।

নফল নামায ও দান খয়রাত থেকে উত্তম কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে সমঝোতা করানোর নিয়মানুযায়ী আমল করা অত্যন্ত মহৎ একটি কাজ। সুতরাং হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কি রোযা, দান ও নামাযের চেয়ে উত্তম আমলের ব্যাপারে অবগত করবো না? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: কেন নয়? ইরশাদ করলেন: সেই কাজটি হলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা আর পারস্পরিক সম্পর্কের বিকৃতি বন্ধকারী একটি (কাজ)। (তিরমিযী, ৪/২২৮, হাদীস ২০১৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা: মিরাআতে রয়েছে: এখানে নফল রোযা, নফল দান-সদকা এবং নফল নামায বুঝানো হয়েছে। ফরয উদ্দেশ্য নয় এবং এই অংশ "পারস্পরিক সম্পর্কের বিকৃতি বন্ধকারী একটি (কাজ)" এর ব্যাখ্যা করেন: অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা, তাদের মধ্যে শত্রুতা স্থাপন করা, ভাল কাজ এবং সাওয়াব নষ্ট করা। এর অনিষ্টতার কারণে মানুষ রোযা এবং নামাযের স্বাদ বরং স্বয়ং রোযা নামায ইত্যাদি অন্যান্য ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। (মিরআত, ৬/৬১৪)

www.dawateislami.net

প্রতিটি শব্দের জন্য সাওয়াব

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়, আল্লাহ পাক তার বিষয়াদি ঠিক করে দেন এবং প্রতিটি কথার বিনিময়ে সে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব পাবে এবং সে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে ফিরে আসে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল ইসবাহনী, ১/১৫৫, হাদীস ১৮৬)

ভালো ইসলামী ভাই কে?

আপনারা দেখলেন তো! মানুষের মাঝে সমঝোতা করানো কতো মহৎ কাজ। সে কতো ভালো ও মহৎ মানুষ, যে তার ছোটদের স্নেহ করে এবং বড়দের সম্মান করে এবং সবার মঙ্গল কামনা করে নিজের উত্তম চরিত্র ও আদর্শ দিয়ে মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক অসন্তুষ্টতা দূর করে এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমঝোতা সংক্রান্ত ১৬টি নিয়ত

দুটি মাদানী ফুল: (১) আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (২) নিয়ত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি যদি এই "অসন্তুষ্টির প্রতিকার" পুস্তিকাটি সম্পূর্ণভাবে পড়ে থাকেন তবে অবশ্যই আপনার হৃদয়ে আঘাত লেগেছে, সাহস করুন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নীচে লেখা ১৬টি নিয়ত করে নিন, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (মু'জামুল কবীর, ১/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

(১) নিজেদের অসন্তুষ্ট ইসলামী ভাই ও (২) ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের সাথে অগ্রগামী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সমঝোতা স্থাপন করবো (৩) অতীতের ভুলের জন্য কাউকে লজ্জিত করবো না (৪) শোনা কথায় নির্ভর করে কারও সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবো না। (৫) কুধারণা (৬) দোষত্রুটি (৭) মনে কষ্ট দেওয়া (৮) গীবত করা (৯) চুগলী করা (১০) অপবাদ দেওয়া এবং শামাতাত (অর্থাৎ কারো ক্ষতিতে খুশি হওয়া) থেকে বেঁচে থাকবো (১১) গীবত এবং চুগলী করা থেকে বিরত থাকবো (১২) যথাসম্ভব ইসলামী ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করানোর চেষ্টা করবো (১৩) যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করবো (১৩) যারা আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবো (১৪) ভবিষ্যতে যারা আমার মনে আঘাত দেবে তাকেও নিজের হক অগ্রিম ক্ষমা করছি। (মনে রাখবেন! অগ্রিম ক্ষমাকারী মুসলমানের শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত মনে আঘাত দেওয়া আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার আওতায় এসে সর্বাবস্থায় গ্রেফতার হবে।) (১৫) যে আমার সাথে অসদাচরণ করবে আমি কুরআনের বিধানের আনুগত্য করতে গিয়ে তার সাথে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবো। (১৬) এই পুস্তিকাটি (অসন্তুষ্টির প্রতিকার) কমপক্ষে ১২ কপি বিতরণ করবো। (বিশেষ করে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং সেই মুসলমানদের নিকট পৌঁছে দিন যারা পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্ট)।

হে আল্লাহ পাক! আমাদের সবাইকে ভালোবাসার সাথে থাকার এবং শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে ক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা করানোর সাওয়াব অর্জন করার সৌভাগ্য নসিব করো।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ۔

দরিদ্রতায় ধৈর্যধারণ করার পুরুস্কার

হযরত হাসান বিন হাবীব رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ (ওফাত: ১৯৭ হিজরী) কে কেউ ওফাতের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? জবাব দিলেন غَفَرَلِیْ بِصَبْرِیْ عَلَی الْفَقْرِ فِی الدُّنْیَا আমাকে দুনিয়ায় দরিদ্রতায় ধৈর্যধারণ করার কারণে ক্ষমা করে দিলেন।

(আস-সাবরু ওয়াস-সাওয়াবু আলাইহি লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, বাণী নং- ৯২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net